বণিক বার্তা
30 JUN 2026

ইউএসডিএর প্রতিবেদন

এক বছরে যুক্তরাষ্ট্র থেকে কৃষিজাত পণ্যের আমদানি বেড়েছে ৫৬.১৫%

- এক বছরের ব্যবধানে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশে কৃষিপণ্যের আমদানি বেড়েছে ৪৩৫ দশমিক ১ মিলিয়ন ডলারের
- ইউএসডিএর হিসাবে, বিগত এক দশকে প্রতি বছর যুক্তরাষ্ট্র থেকে কৃষিজাত পণ্য আমদানি গড়ে সাড়ে ৯ শতাংশ হারে বাড়ছে

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

এক বছরের ব্যবধানে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশের কৃষিজাত পণ্য আমদানি ৫৬ দশমিক ১৫ শতাংশ বেড়েছে। ২০২৪ সালে যেখানে দেশটি থেকে ৭৭৪ দশমিক ৮৯ মিলিয়ন ডলারের আমদানি হয়েছিল, ২০২৫ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১ দশমিক ২১ বিলিয়ন ডলারে। অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে কৃষিপণ্যের আমদানি বেড়েছে ৪৩৫ দশমিক ১ মিলিয়ন ডলারের বা প্রায় ৫ হাজার ৪৩৯ কোটি টাকার (প্রতি ডলার ১২৫ টাকা ধরে)। এটি বিগত এক দশকের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র থেকে কৃষিজাত পণ্য আমদানিতে সর্বোচ্চ ব্যয়ের রেকর্ড। এর আগে ২০১৮ সালে দেশটি থেকে সর্বোচ্চ ১ দশমিক শূন্য ৫ বিলিয়ন ডলারের এবং ২০২০ সালে ১ দশমিক শূন্য ২ বিলিয়ন ডলারের পণ্য আমদানি করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগের (ইউএসডিএ) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানা গেছে।

ইউএসডিএর হিসাবে, বিগত এক দশকে প্রতি বছর যুক্তরাষ্ট্র থেকে কৃষিজাত পণ্য আমদানি গড়ে সাড়ে ৯ শতাংশ হারে বাড়ছে। আর শীর্ষ আমদানি পণ্যের মধ্যে রয়েছে সয়াবিন, তুলা, গম, চাল, ভুট্টা, সয়াবিন খৈল (সয়াবিন মিল), উদ্ভিজ্জ তেল প্রভৃতি। ২০১৬ সালে যুক্তরাষ্ট্র থেকে কৃষিজাত পণ্য আমদানিতে ব্যয় হয়েছিল মাত্র ৪৯০ দশমিক ৮৭ মিলিয়ন ডলার। ১৪৬ দশমিক ৫০ শতাংশ বেড়ে ২০২৫ সালে সেটি ১ দশমিক ২১ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। আর ২০২৪ সালে এসব পণ্যের আমদানি ব্যয় ছিল ৭৭৪ দশমিক ৮৯ মিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে বেড়েছে ৫৬ দশমিক ১৫ শতাংশ। এর আগে ২০২৩ সালে ৭৫৩ দশমিক ৩১ মিলিয়ন ডলারের, ২০২২ সালে ছিল ৯২৮ দশমিক ৬৩ মিলিয়ন ডলারের এবং ২০২১ সালে ৯২২ দশমিক ৩১ মিলিয়ন ডলারের কৃষিজাত পণ্য আমদানি করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগের হিসাবে, ২০২৫ সালে দেশটি থেকে সবচেয়ে বেশি আমদানি ব্যয় সয়াবিনে, যার প্রবৃদ্ধির হার ৭২ দশমিক ৯৭ শতাংশ। এ সময়ে আমদানি হয়েছে ৬০৩ দশমিক ৩৮ মিলিয়ন ডলারের, এর আগের বছর অর্থাৎ ২০২৪ সালে যেটি ছিল ৩৪৮ দশমিক ৯০ মিলিয়ন ডলার। আর গত বছর ওজনের হিসাবে আমদানি হয়েছে ১ দশমিক ৪৫ মিলিয়ন টন সয়াবিন।

এদিকে এক বছরের ব্যবধানে গম আমদানি বেড়েছে ২৪১ দশমিক ৪৮ শতাংশ। ২০২৪ সালে যা ছিল ৩৩ দশমিক ৯২ মিলিয়ন ডলারের, ২০২৫ সালে সেটি বেড়ে হয়েছে ১১৫ দশমিক ৮৩ মিলিয়ন ডলার। গত বছর যুক্তরাষ্ট্র থেকে ৫ লাখ ৬ হাজার ৭৬০ টন আমদানি করা হয়। এছাড়া বিগত এক দশকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে গম আমদানি বেড়েছে ৫৩২ শতাংশ।

এছাড়া এক বছরের ব্যবধানে সয়াবিন মিল (সয়াবিনের খৈল, যেটি পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহার হয়) আমদানি বেড়েছে ৪০৭ দশমিক ১৩ শতাংশ। গত বছর আমদানি হয়েছে ১০৩ দশমিক ১ মিলিয়ন ডলারের। আগের বছর যেটি ছিল মাত্র ২০ দশমিক ৩৩ মিলিয়ন ডলারের।

২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্র থেকে মাত্র ৩ দশমিক ৪৮ মিলিয়ন ডলারের চাল আমদানি করা হয়। তবে গত বছর সেটি প্রায় ৯৩৩ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৫ দশমিক ৯৪ মিলিয়ন ডলারে। ২০২৫ সালে যুক্তরাষ্ট্র থেকে মোট ৪৭ হাজার ৮৩৪ টন চাল আমদানি করা হয়।

২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্র থেকে কোনো ভুট্টা আমদানি করা হয়নি। তবে গত বছর ১ লাখ ১১ হাজার ১৬৭ টন আমদানি করা হয়েছে। এজন্য আমদানি ব্যয় হয়েছে ৩৫ দশমিক ৮ মিলিয়ন বা ৩ দশমিক ৫৮ কোটি ডলার। সয়াবিন ব্যতীত উদ্ভিজ্জ তেল আমদানি হয়েছে ৬ দশমিক ৯৬ মিলিয়ন ডলারের। যেটি ২০২৪ সালে ছিল ৩ দশমিক ৮২ মিলিয়ন ডলারের।

কৃষি খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, অন্তর্বর্তী সরকারের সময় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করে বাংলাদেশ। যেখানে দেশটি থেকে বিপুল পরিমাণ কৃষিপণ্য আমদানির বাধ্যবাধকতা এবং মার্কিন কৃষিপণ্যের জন্য বাংলাদেশের বাজার আরো উন্মুক্ত করার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বছরে প্রায় সাড়ে ৩ বিলিয়ন ডলারের মতো কৃষিজাত পণ্য ও কৃষিপণ্যের কাঁচামাল আমদানির কথা রয়েছে। যার প্রভাবে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি বেড়েছে।

কৃষি অর্থনীতিবিদ ড. জাহাঙ্গীর আলম বণিক বার্তাকে বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকারের চুক্তির ফলে দেশটি থেকে কৃষিজাত পণ্যের আমদানি বেড়েছে। তবে এখানে নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য আমদানির শর্ত রয়েছে। আর দামও তারা ঠিক করে দিচ্ছে। ফলে দরপত্রের মাধ্যমে কম দামে পাওয়া যাবে এমন উৎস থেকেও পণ্য কিনতে পারবে না বাংলাদেশ। এতে দেশের আমদানি ব্যয় বাড়বে, যা একটি অসম চুক্তির ফল।'

তিনি আরো বলেন, 'আমি ক্রেতা হিসেবে দামদর করে কিনতে পারব না, আবার রাশিয়ার মতো দেশ থেকে কিনতে হলে যুক্তরাষ্ট্রের অনুমতি নিতে হবে এমনও বলা হচ্ছে। এটি বাংলাদেশের জন্য অসম্মানের বিষয়। এসব শর্তের বিষয়ে জাতীয় সংসদে আলোচনা হওয়া দরকার। প্রয়োজনে

পণ্যের আমদানি বেড়েছে ৫৬.১৫%

- এক বছরের ব্যবধানে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশে কৃষিপণ্যের আমদানি বেড়েছে ৪৩৫ দশমিক ১ মিলিয়ন ডলারের
- ইউএসডিএর হিসাবে, বিগত এক দশকে প্রতি বছর যুক্তরাষ্ট্র থেকে কৃষিজাত পণ্য আমদানি গড়ে সাড়ে ৯ শতাংশ হারে বাড়ছে

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

এক বছরের ব্যবধানে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশের কৃষিজাত পণ্য আমদানি ৫৬ দশমিক ১৫ শতাংশ বেড়েছে। ২০২৪ সালে যেখানে দেশটি থেকে **৭৭৪ দশমিক ৮৯** মিলিয়ন ডলারের আমদানি হয়েছিল, ২০২৫ সালে তা **বেড়ে দাঁড়ায় ১** দশমিক ২১ বিলিয়ন ডলারে। অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে কৃষিপণ্যের আমদানি বেড়েছে ৪৩৫ দশমিক ১ মিলিয়ন ডলারের বা প্রায় ৫ হাজার ৪৩৯ কোটি টাকার (প্রতি ডলার ১২৫ টাকা ধরে)। এটি বিগত এক দশকের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র থেকে কৃষিজাত পণ্য আমদানিতে সর্বোচ্চ ব্যয়ের রেকর্ড। এর আগে ২০১৮ সালে দেশটি থেকে সর্বোচ্চ ১ দশমিক শূন্য ৫ বিলিয়ন ডলারের এবং ২০২০ সালে ১ দশমিক শূন্য ২ বিলিয়ন ডলারের পণ্য আমদানি করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগের (ইউএসডিএ) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানা গেছে।

ইউএসডিএর হিসাবে, বিগত এক দশকে প্রতি বছর যুক্তরাষ্ট্র **থেকে** কৃষিজাত পণ্য আমদানি গড়ে **সাড়ে-৯ শতাংশ হারে বাড়ছে। আর শীর্ষ** আমদানি পণ্যের **মধ্যে** রয়েছে সয়াবিন, তুলা, গম, চাল, ভুট্টা, সয়াবিন খৈল (সয়াবিন মিল), **উদ্ভিজ্জ তেল প্রভৃতি। ২০১৬** সালে যুক্তরাষ্ট্র **থেকে কৃষিজাত পণ্য আমদানিতে** ব্যয় হয়েছিল মাত্র ৪৯০ দশমিক ৮৭ মিলিয়ন ডলার। ১৪৬ দশমিক ৫০ শতাংশ বেড়ে ২০২৫ সালে সেটি ১ দশমিক ২১ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। আর ২০২৪ সালে এসব পণ্যের আমদানি ব্যয় ছিল ৭৭৪ দশমিক ৮৯ মিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে বেড়েছে ৫৬ দশমিক ১৫ শতাংশ। এর আগে ২০২৩ সালে ৭৫৩ দশমিক ৩১ মিলিয়ন ডলারের, ২০২২ সালে ছিল ৯২৮ দশমিক ৬৩ মিলিয়ন ডলারের এবং ২০২১ সালে ৯২২ দশমিক ৩১ মিলিয়ন ডলারের কৃষিজাত পণ্য আমদানি করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগের হিসাবে, ২০২৫ সালে দেশটি থেকে সবচেয়ে বেশি আমদানি ব্যয় সয়াবিনে, যার প্রবৃদ্ধির হার ৭২ দশমিক ৯৭ শতাংশ। এ সময়ে আমদানি হয়েছে ৬০৩ দশমিক ৩৮ মিলিয়ন ডলারের, এর আগের বছর অর্থাৎ ২০২৪ সালে যেটি ছিল ৩৪৮ দশমিক ৯০ মিলিয়ন ডলার। আর গত বছর ওজনের হিসাবে আমদানি হয়েছে ১ দশমিক ৪৫ মিলিয়ন টন সয়াবিন।

এদিকে এক বছরের ব্যবধানে গম আমদানি বেড়েছে ২৪১ দশমিক ৪৮ শতাংশ। ২০২৪ সালে যা ছিল ৩৩ দশমিক ৯২ মিলিয়ন ডলারের, ২০২৫ সালে সেটি বেড়ে হয়েছে ১১৫ দশমিক ৮৩ মিলিয়ন ডলার। গত বছর যুক্তরাষ্ট্র থেকে ৫ লাখ ৬ হাজার ৭৬০ টন আমদানি করা হয়। এছাড়া বিগত এক দশকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে গম আমদানি বেড়েছে ৫৩২ শতাংশ।

এছাড়া এক বছরের ব্যবধানে সয়াবিন মিল (সয়াবিনের খৈল, যেটি পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহার হয়) আমদানি বেড়েছে ৪০৭ দশমিক ১৩ শতাংশ। গত বছর আমদানি হয়েছে ১০৩ দশমিক ১ মিলিয়ন ডলারের। আগের বছর যেটি ছিল মাত্র ২০ দশমিক ৩৩ মিলিয়ন ডলারের।

২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্র থেকে মাত্র ৩ দশমিক ৪৮ মিলিয়ন ডলারের চাল আমদানি করা হয়। তবে গত বছর সেটি প্রায় ৯৩৩ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৫ দশমিক ৯৪ মিলিয়ন ডলারে। ২০২৫ সালে যুক্তরাষ্ট্র থেকে মোট ৪৭ হাজার ৮৩৪ টন চাল আমদানি করা হয়।

২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্র থেকে কোনো ভুট্টা আমদানি করা হয়নি। তবে গত বছর ১ লাখ ১১ হাজার ১৬৭ টন আমদানি করা হয়েছে। এজন্য আমদানি ব্যয় হয়েছে ৩৫ দশমিক ৮ মিলিয়ন বা ৩ দশমিক ৫৮ কোটি ডলার। সয়াবিন ব্যতীত উদ্ভিজ্জ তেল আমদানি হয়েছে ৬ দশমিক ৯৬ মিলিয়ন ডলারের। যেটি ২০২৪ সালে ছিল ৩ দশমিক ৮২ মিলিয়ন ডলারের।

কৃষি খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, অন্তর্বর্তী সরকারের **সময় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করে বাংলাদেশ। যেখানে দেশটি থেকে বিপুল পরিমাণ কৃষিপণ্য আমদানির বাধ্যবাধকতা এবং মার্কিন কৃষিপণ্যের জন্য বাংলাদেশের বাজার আরো উন্মুক্ত করার প্রতিশ্রুতি রয়েছে।** প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বছরে প্রায় সাড়ে ৩ বিলিয়ন ডলারের মতো কৃষিজাত পণ্য ও কৃষিপণ্যের কাঁচামাল আমদানির কথা রয়েছে। যার প্রভাবে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি বেড়েছে।

কৃষি অর্থনীতিবিদ ড. জাহাঙ্গীর আলম বণিক বার্তাকে বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকারের চুক্তির ফলে দেশটি থেকে কৃষিজাত পণ্যের আমদানি বেড়েছে। তবে এখানে নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য আমদানির শর্ত রয়েছে। আর দামও তারা ঠিক করে দিচ্ছে। ফলে দরপত্রের মাধ্যমে কম দামে পাওয়া যাবে এমন উৎস থেকেও পণ্য কিনতে পারবে না বাংলাদেশ। এতে দেশের আমদানি ব্যয় বাড়বে, যা একটি অসম চুক্তির ফল।'

তিনি আরো বলেন, 'আমি ক্রেতা হিসেবে দামদর করে কিনতে পারব না, আবার রাশিয়ার মতো দেশ থেকে কিনতে হলে যুক্তরাষ্ট্রের অনুমতি নিতে হবে এমনও বলা হচ্ছে। এটি বাংলাদেশের জন্য অসম্মানের বিষয়। এসব শর্তের বিষয়ে জাতীয় সংসদে আলোচনা হওয়া দরকার। প্রয়োজনে বাংলাদেশ এ চুক্তি বাতিলও করতে পারে।' এ চুক্তি দেশের কৃষি খাতের জন্য ইতিবাচক কিছু দিতে পারবে না, বরং ক্ষতি করবে বলে মন্তব্য করেছেন এ কৃষি অর্থনীতিবিদ।

Mida targets fisheries, marine economy for fresh investment

The Da… …ar
30 JUN …5

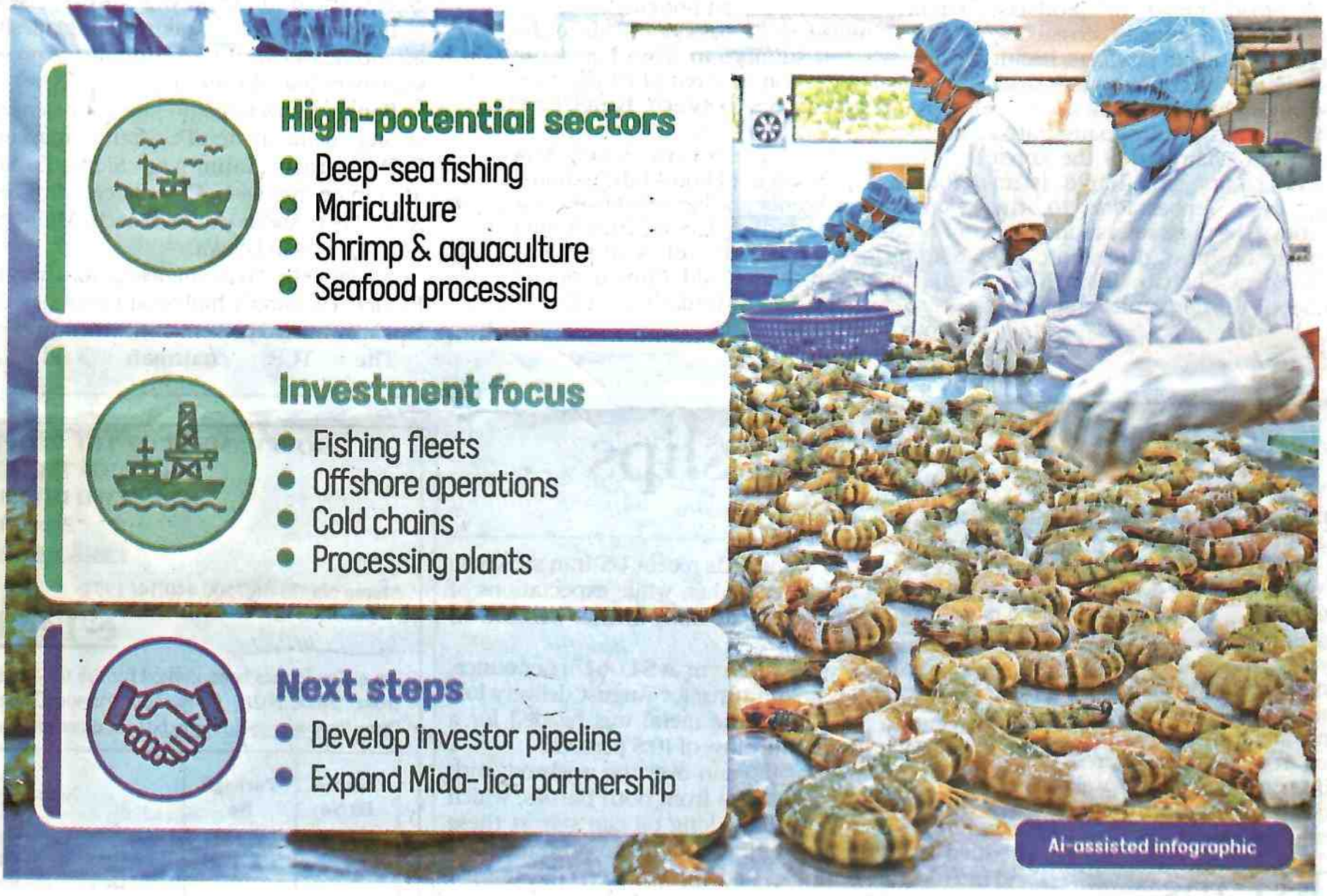

STAR BUSINESS REPORT

The Maheshkhali Integrated Development Authority (Mida) has stepped up efforts to attract investment in Bangladesh's fisheries and marine economy by identifying four priority sectors and planning follow-up engagement with investors and relevant government agencies.

These matters were discussed at a seminar on "Investment Potential in Fisheries and Marine Economy in Bangladesh", jointly organised by Mida, under the Prime Minister's Office, and the Japan International Cooperation Agency (Jica) Bangladesh at Pan Pacific Sonargaon in Dhaka yesterday.

The seminar identified deep-sea fishing, mariculture, aquaculture and shrimp, and seafood processing as four high-potential sectors in which Bangladesh has significant resource potential but limited commercial-scale operations.

Discussions highlighted investment opportunities in industrial fishing fleets, offshore operations, landing and logistics systems, commercial mariculture, certified shrimp value chains, cold-chain infrastructure, and modern seafood processing facilities.

Mida Executive Chairman Ashik Ashik said that over the past few months, Mida had held several consultations and worked to help steer Bangladesh towards becoming "a genuine fishing exporting nation".

"What I can guarantee you is that there is definitely a genuine intent on the part of the new leadership to make a much more coordinated effort across ministries to address investors' challenges," he said.

According to BSS, Ashik Chowdhury described Matarbari and Maheshkhali as strategic hubs for future marine industrial development, adding that Mida is working to align policies across the ministries concerned to create an integrated investment package tailored to private sector needs.

As a follow-up to the seminar, Mida will develop a pipeline of investor interest based on expressions of intent from private-sector actors and development finance institutions seeking to pursue specific investment concepts

for continued collaboration between Mida and Jica on technical assistance and investment facilitation in the fisheries sector, with Mida set to follow up with interested investors through its investment desk.

Maritime expert and former secretary (Maritime Affairs Unit) at the Ministry of Foreign Affairs, Rear Admiral (Retd) Md Khurshed Alam, delivered the keynote address on investment opportunities in Bangladesh's blue economy.

He said Bangladesh currently generates around $6 billion from its marine resources but has the potential to double or even triple that figure through sustainable exploitation of ocean resources, according to BSS.

Takahashi Naoki, deputy chief of mission and minister at the Embassy of Japan in Bangladesh, said the Japan-Bangladesh Economic Partnership Agreement, signed in February, had created an important foundation for expanding trade, investment and broader economic cooperation between the two countries.

He said both countries had reaffirmed the importance of promoting trade investment and public-private cooperation in the food sector, including

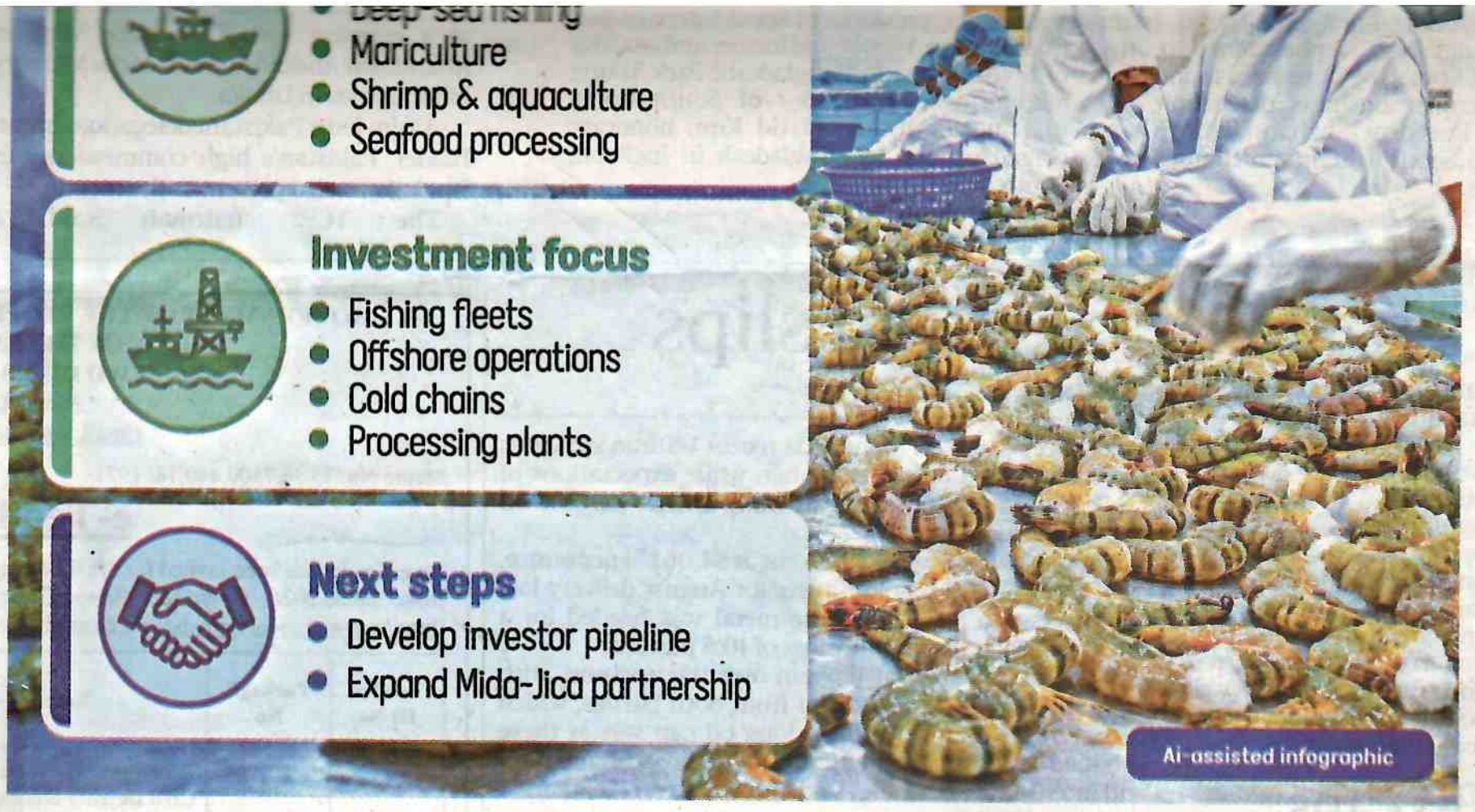

STAR BUSINESS REPORT

The Maheshkhali Integrated Development Authority (Mida) has stepped up efforts to attract investment in Bangladesh's fisheries and marine economy by identifying four priority sectors and planning follow-up engagement with investors and relevant government agencies.

These matters were discussed at a seminar on "Investment Potential in Fisheries and Marine Economy in Bangladesh", jointly organised by Mida, under the Prime Minister's Office, and the Japan International Cooperation Agency (Jica) Bangladesh at Pan Pacific Sonargaon in Dhaka yesterday.

The seminar identified deep-sea fishing, mariculture, aquaculture and shrimp, and seafood processing as four high-potential sectors in which Bangladesh has significant resource potential but limited commercial-scale operations.

Discussions highlighted investment opportunities in industrial fishing fleets, offshore operations, landing and logistics systems, commercial mariculture, certified shrimp value chains, cold-chain infrastructure, and modern seafood processing facilities.

Mida Executive Chairman Ashik Chowdhury said Bangladesh's marine economy has significant potential, but investors need a clearer pathway from opportunity to implementation.

"We discussed the regulatory, infrastructural and institutional constraints that still need to be addressed, as well as the policy support and government commitment required to unlock investment. Important steps have already been taken, but Mida's role now is to work with relevant agencies, investors and partners to turn the sector's potential into bankable projects," he said.

Ashik said that over the past few months, Mida had held several consultations and worked to help steer Bangladesh towards becoming "a genuine fishing exporting nation".

"What I can guarantee you is that there is definitely a genuine intent on the part of the new leadership to make a much more coordinated effort across ministries to address investors' challenges," he said.

According to BSS, Ashik Chowdhury described Matarbari and Maheshkhali as strategic hubs for future marine industrial development, adding that Mida is working to align policies across the ministries concerned to create an integrated investment package tailored to private sector needs.

As a follow-up to the seminar, Mida will develop a pipeline of investor interest based on expressions of intent from private-sector actors and development finance institutions seeking to pursue specific investment concepts

As a follow-up to the seminar, Mida will develop a pipeline of investor interest based on expressions of intent from private-sector actors and development finance institutions seeking to pursue specific investment concepts.

It will also consolidate the policy and regulatory bottlenecks identified through the presentations and panel discussions and take them forward through structured engagement with the relevant ministries.

The seminar also laid the foundation for continued collaboration between Mida and Jica on technical assistance and investment facilitation in the fisheries sector, with Mida set to follow up with interested investors through its investment desk.

Maritime expert and former secretary (Maritime Affairs Unit) at the Ministry of Foreign Affairs, Rear Admiral (Retd) Md Khurshed Alam, delivered the keynote address on investment opportunities in Bangladesh's blue economy.

He said Bangladesh currently generates around $6 billion from its marine resources but has the potential to double or even triple that figure through sustainable exploitation of ocean resources, according to BSS.

Takahashi Naoki, deputy chief of mission and minister at the Embassy of Japan in Bangladesh, said the Japan-Bangladesh Economic Partnership Agreement, signed in February, had created an important foundation for expanding trade, investment and broader economic cooperation between the two countries.

He said both countries had reaffirmed the importance of promoting trade, investment and public-private cooperation in the food sector, including fisheries, while making full use of the opportunities created by the agreement.

Bangladesh's fisheries and marine economy are not only traditional strengths but also promising frontiers for future investment, export diversification and regional development, he added.

The seminar brought together policymakers, senior government officials, development partners, fisheries experts, industry leaders, entrepreneurs and prospective investors to explore ways to unlock higher-value investment in Bangladesh's fisheries and marine economy.

The Daily Star
30 JUN 2026

Pakistan keen to export rice, pulses, fertiliser to Bangladesh

STAR BUSINESS REPORT

The Trading Corporation of Pakistan (TCP) is interested in exporting rice, pulses, fertiliser and edible oil to Bangladesh, according to a Ministry of Commerce press statement issued yesterday.

Bangladesh's jute and jute goods enjoy strong demand in Pakistan's market, TCP Chairman Aasim Azim Siddiqui said at a meeting with Commerce Minister Khandakar Abdul Muktadir at the Ministry of Industries in Dhaka.

Aasim led a Pakistani delegation. Imran Haider, Pakistan's high commissioner to Dhaka, was also present at the meeting.

The TCP chairman said a memorandum of understanding between the Trading Corporation of Bangladesh (TCB) and TCP to facilitate government-to-government food trade was in its final stages, with the signing expected in the first week of July.

Commerce Minister Muktadir said stronger trade ties were essential for sustainable economic development, adding that greater coordination between the public and private sectors would create fresh investment and business opportunities.

Both sides agreed to expedite the Bangladesh-Pakistan Joint Working Group, exchange business delegations, and deepen cooperation in agriculture and industry.

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

The Daily Star

30 JUN 2026

Bangladeshi firms promote products at Korean expo

STAR BUSINESS DESK

Bangladesh showcased its export potential at the three-day Korea Import Expo 2026, with 32 companies displaying products ranging from apparel and leather goods to IT solutions and processed food.

Jointly organised by the Korea-Bangladesh Chamber of Commerce & Industry (KBCCI), in collaboration with the Embassy of Bangladesh in Seoul, the expo held at COEX Hall B in Seoul attracted foreign embassies, international companies, Korean importers, distributors and trade-related organisations, according to a press release.

The Bangladeshi exhibitors featured apparel, textiles and garment accessories; leather goods and footwear; jute, eco-friendly biodegradable products and handicrafts; agro and processed food; information technology and AI-driven software solutions; and logistics services.

Around 200 booths at the exhibition showcased a broad range of products, including food and beverages, cosmetics, consumer goods, household products, health and wellness items, electronics, industrial materials and innovative technologies.

The exhibition was jointly inaugurated by Young Mi Youn, chairman of the Korea Importers Association, and Toufiq Islam Shatil, Bangladesh ambassador to the Republic of Korea, the press release added.

A 41-member business delegation, led by KBCCI President Shahab Uddin Khan, travelled to Seoul to represent Bangladesh at the event.

The Bangladesh pavilion attracted strong interest from buyers and visitors under the theme, "Invest in Bangladesh: Advancing Trade and Investment Through Strong Bilateral Relations", highlighting the country's growing export potential.

The Bangladesh ambassador pledged the embassy's full support to KBCCI and the business delegation in strengthening trade and investment ties between Bangladesh and South Korea.

Among those present were Lee Yun Young, vice-president of Korea International Cooperation Agency and former ambassador of South Korea to Bangladesh; Park Young Sik, former ambassador of South Korea to Bangladesh; and David Kim, honorary consul general of Bangladesh in Incheon, South Korea.

The Financial Express
30 JUN 2026

India emerges as major rival to BD's RMG export to EU mkt

MONIRA MUNNI

EU-India FTA and Bangladesh's post-LDC tariff exposure could significantly reshape apparel trade dynamics

- India to gain duty-free access to EU by early 2027 and UK from next month under FTAs
- Bangladesh may face around 12pc EU tariff after LDC graduation
- BGMEA study warns India's integrated supply chain and textile base are boosting competitiveness
- US tariff changes have made the EU the main battleground for global apparel exporters
- Bangladesh's future competitiveness will depend on productivity, logistics, sustainability and new trade deals

India is steadily emerging as a major competitor for Bangladesh's readymade garment (RMG) export thanks to its rising competitiveness, integrated supply chain, diversified textile sector and expanding trade agreements, especially with the European Union and the United Kingdom.

Although Bangladesh currently maintains a stronger position in global apparel exports for basic garments due to its scale, lower production costs, and specialisation in RMG, it could face severe competition in its largest export destination-the EU, economists and exporters said.

A competitive analysis has also been conducted by Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) in this connection which was presented at its recent emergency board meeting convened to identify reasons behind the sector's persistently declining export performance throughout the fiscal year.

Industry insiders said the United States' new tariff regime has prompted major garment-producing countries to shift their focus on the EU market to offset the impacts of higher tariffs and geopolitical uncertainties.

They noted that once India and the EU-Free Trade Agreement (FTA) comes into effect in early 2027, India's apparel and textile exports will enjoy zero duty which currently ranges from 9.0 per cent to 12 per cent. The FTA is therefore expected to substantially enhance India's competitiveness in the European market.

In contrast, Bangladesh is likely to face a tariff of around 12 per cent on apparel exports to the EU after graduating from least developed country (LDC) status, as it will lose duty-free access under the Everything But Arms (EBA) scheme, they said.

Even if Bangladesh's LDC graduation is delayed, it would face stiff competition with India once the EU-India FTA takes effect.

Besides, the FTA between the UK and India, effective from next month, will allow zero duty for the latter's textile and apparel from existing 8.0 per cent to 12 per cent, they noted.

Talking to the Financial Express, Managing Director of Ha-Meem Group AK Azad said India is emerging as a major threat to Bangladesh, as the neighbouring country will enjoy duty-free access to the EU market under the FTA.

When asked, Research and Policy Integration for Development (RAPID) Chairman Dr MA Razzaque said "In the EU market, Bangladesh will face the most significant challenge as India will get duty-free market access."

He pointed out that EU FTAs generally require double transformation for garments, a challenge for countries with weak backward linkages like Bangladesh that remains largely dependent on imported raw materials, including cotton, yarn and fabrics, mostly for woven items.

India, however, is unlikely to face difficulties in meeting the EU's double transformation requirement because of its deep and integrated textile industry, he said, adding that this structural advantage is further reinforced by the country's export-oriented strategy.

Industry insiders said the Indian government has set a target of increasing textile and apparel exports to US$100 billion by 2030 from the current level of around US$40 billion.

To achieve this, it has adopted a multi-layered policy framework that includes output-linked incentives, export rebate schemes to refund embedded taxes, input-side support, and extensive investments in infrastructure and logistics.

These measures reflect a sustained commitment to strengthening competitiveness, scale, and upgrading capacity, said Managing Director of Fashion.com Ltd Khan Monirul Alam. He said Bangladesh should seriously think of the growing competition and adopt measures accordingly.

Although apparel is not India's largest export category, duty-free, preferential access to the EU and UK markets will significantly enhance the country's competitiveness in price-sensitive sourcing decisions, particularly in cotton-based and blended garment segments, exporters said.

The EU is Bangladesh's major export destination, but in the wake of US tariff actions and trade policy adjustments, the European market has emerged as the principal battleground for global apparel exporters, intensifying competitive pressure.

They noted that this sudden oversupply has shifted bargaining power towards EU buyers, resulting in tougher negotiation terms with suppliers and shorter lead-time expectations while this dynamic has structural implications for Bangladesh's export margins.

Talking to the FE, BGMEA President Mahmud Hasan Khan said global buyers are also increasing their sourcing from India due to its increasing competitiveness mostly because of its integrated supply chain, cost advantages while it has diversified products with strong presence in hometex, technical textile and synthetic fibres.

Besides, the new and possible trade deals especially with the EU and the UK are also attracting international buyers, he added.

According to BGMEA, Bangladesh's key challenges include dependence on imported raw materials, rising wages and compliance costs, infrastructure and logistics constraints and potential loss of trade preferences after its graduation.

In contrast, higher labour costs, less specialization in mass-volume apparel manufacturing and a fragmented garment manufacturing sector are the major challenges for India.

The BGMEA concluded that while Bangladesh remains the stronger player in global RMG exports in the short term, India is likely to emerge as a formidable competitor over the longer term because of its broader and more integrated textile base. It added that future competitiveness will depend on improvements in productivity, sustainability, trade agreements, logistics, and continued duty-free market access.

By leveraging LDC duty-free access, Bangladesh has been able to expand its share of the EU apparel market at a remarkable pace.

China's share of EU apparel imports declined from 45 per cent in 2010 to 28 per cent in 2025, while Bangladesh's share rose sharply from about 7.0 percent to 21 per cent.

According to Eurostat data, Bangladesh garment exports to the EU stood at 19.41 billion euros in 2025 which was 14.29 billion euros in 2021.

On the other hand, India's apparel exports to EU increased to 4.52 billion euros in 2025 which was 3.39 billion euros in 2021.

Munni_fe@yahoo.com

The Financial Express

30 JUN 2026

Bangladesh adds hatching eggs to export basket

Kazi Farms Group has set a new milestone for the country's poultry industry and export sector by exporting hatching eggs for the first time.

The company has shipped its first trial consignment of 10,000 hatching eggs to Nigeria, says a press statement.

The consignment was dispatched in an Emirates Airlines flight from Hazrat Shahjalal International Airport in Dhaka on Sunday.

The initiative marks a significant step toward diversifying the country's agricultural exports.

The exported hatching eggs were produced at Kazi Farms Group's broiler grandparent farm in Panchagarh under stringent international-standard biosecurity measures.

State Minister for Fisheries and Livestock Sultan Salauddin Tuku inspected the consignment of hatching eggs at Hazrat Shahjalal International Airport in Dhaka on Sunday.

State Minister for Fisheries and Livestock Sultan Salauddin Tuku, Director General of the Department of Livestock Services Md Shahjaman Khan, and Kazi Farms Group Managing Director Kazi Zahedul Hasan were present at a ceremony marking the shipment of the eggs held at the airport's Cargo Village.